কুড়ুলগাছিতে সাংবাদিক আলমগীর ‘র উদ্যোগে ছাত্রলীগের মাঝে ফুটবল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি আনান্দ বাজার পাড়ায় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক আলমগীর’র উদ্যোগে ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইঁচিতলা গ্রামের ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন। এলাকার গরীব দু:খী মানুষের পাশে থেকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাংবাদিক আলমগীর।

এসময় তিনি বলেন,খেলাধুলা ছাত্র- ছাত্রীদের মন প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে, মাদকের নেশা থেকে বিরত রাখে। ছাত্রদের উদ্দ্যেশে আরও বলেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে পড়া-লেখার পাশাপাশি নিজেদের এলাকায় ছোট-ছোট মাঠে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট খেলে আগামী দিনে জাতীয় পর্যায়ে খোলার সুযোগ পেতে পারো।

ফুটবল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ: লীগের সহ সভাপতি তারিক রহমান, ছাত্রলীগ সদস্য ফিরজ, বাসার, সজিব, ইমরান, তাহের, মাফুজুর রহমান, মনিরুল, শাহিন, রবিউল, ফারুক, ইসমাইল ইসলাম সহ সকল নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় একজন করোনা রোগী এবং তার প্রতিবেশীর প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ

দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিকে শারিরীক কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন অপরদিকে, তার

প্রতিবেশীর অমানবিক আচরণে প্রতিনিয়ত অসহায় এবং শংকার মধ্যে রয়েছে তার পুরো পরিবার।

এমনকি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলেও তার পুরো পরিবার ঘর হতে বের হতে না পারার কারণে খাদ্য সংকটেরও সম্মুখীন। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি প্রতিবেশীরা।

শুক্রবার ৩ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের চাল, ডাল, ডিম, তেলসহ যাবতীয় খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

এসময় দেখা যায় সমাজের দ্বিমুখী চিত্র। যে প্রতিবেশীরা করোনা রোগীকে নিদারুণ ঘৃণা করছে, মানসিক নির্যাতন করছে, সেই মানুষগুলি-ই নিজেরাই মানছে না স্বাস্হ্য বিধি। আজ সেই অমানবিক ব্যক্তিদের বলা হয়েছে করোনা আক্রান্ত পরিবারের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

আসুন আমরা নিজে সচেতন হই। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করার চিন্তা না করে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন করি।

দামুড়হুদায় অস্ত্র ও গুলি সহ ২ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা গ্রামে র্যাবের অভিযানে ভারতীয় অস্ত্র ও গুলি সহ ২ জনকে আটক হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ভোর ০৪:৫০ ঘটিকার দিকে গায়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৬, সিপিসি-২ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন বুইচিতলা এলাকায় অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় চলছে।

এমন খবর পেয়ে অভিযান পরিচালনা করে ১ টি ভারতীয় তৈরি ওয়ান শুটারগান, ২ রাউন্ড গুলি, ১ টি মোবাইল সেট এবং ২ টি সীম কার্ড সহ ২জন অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম (২৭), পিতা- সদর উদ্দিন ও তরিকুল মন্ডল (৩৫), পিতা- মৃত আবদার আলী কে আটক করা হয়। আটককৃত

অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুল চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামের সদর উদ্দিন ও আব্দার আলীর ছেলে।

র্যাব-৬ জানান, বাংলাদেশকে অপরাধমুক্ত করার লক্ষ্যে জঙ্গী, সন্ত্রাস, খুন, ডাকাতী, ছিনতাই, অপহরণ ও মাদকের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি। গতকালই অস্ত্র ও গুলি সহ অস্ত্র ব্যবসায়ী সাইফুল ও তরিকুলকে দর্শনা থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করলেন দিলারা রহমান

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান এর আগে তিনি গাংনী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

দামুড়হুদা উপজেলার স্থানীয় রাজনৈতিক, সাংবাদিক সহ এলাকাবাসী দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করছেন দিলারা রহমান আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও শুভকামনা করেন।

দামুড়হুদাসহ বিভিন্ন জায়গায়

সেনাবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছিতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে সেনাবাহিনী সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছি এলাকার হতদরিদ্রদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে বিতরণ করা হয়েছে।

যশোর সেনানিবাসের ১৯ ইস্টবেঙ্গল ৫৫ ডিভিশনের ক্যাপ্টেন ইমরানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সদস্যরা করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

এসময় ক্যাপ্টেন ইমরান বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জনগনের পাশে ছিলো এবং থাকবে।

তিনি আরো জানান, সেনাবাহিনী এ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে দুই ব্যবসায়ীর জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অযথা দোকানে ভিড় করার অপরাধে বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ঝটিকা অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্র্রেট হিসেবে দামুড়হুদা

উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো: মহিউদ্দিন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানাগেছে, ১৮৬০ সালের আইনের ২৬৯ ধারায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারের জি-রহমানিয়া মার্কেটের আব্দুল্লাহ গার্মেন্টসের মালিক রফিকুল ইসলাম কে ২ হাজার ও একই ধারায় হাজি মার্কেটের ফ্যাশান হাউজের মালিক শাহাবুদ্দিন কে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। সেই সাথে ব্যবসায়ীদের কে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কালে সহযোগিতা করেন উপজেলা ভূমি অফিসের পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এ এসআই আশেক সহ পুলিশ সদস্যবৃৃন্দ।

কার্পাসডাঙ্গায় ইসলামি ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে কার্পাসডাঙ্গা শাখার ইসলামি ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংক) সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ব্যাংক প্রাঙ্গণে এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে এমএম ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার তুহিন আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ব্যাংক শাখার ম্যানেজার মোঃ খলিলুর রহমান,

হাবিবুর রহমান, শফিক উদ্দিন মানিক, আলি আকবার, মোহাম্মদ আলী সোহাগ।

দামুড়হুদা সীমান্ত এলাকায় বিজিবি’র ত্রাণ বিতরণ

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিজিবি’র উপর আস্থা রেখে সারাদেশব্যাপী হতদরিদ্র জনগণের মাঝে সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের করে চলেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে কুতুবপুর মাধমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়ন বিজিবি’র অধীনস্থ কার্পাসডাঙ্গার মুন্সিপুর বিজিবি সীমান্তবর্তী এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যানন্দন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের ব্যবস্থাপনায় এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেন বিজিবি। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল জিয়া সাহাদান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সীমান্তের অসহায়দের লক্ষ্য করে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, পিএসসি, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য খলিলুর রহমান ভুট্ট, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মনি বিশ্বাস, নুর মোহাম্মদ ভগু।

অপর দিকে হুদাপাড়া বিজিবি ক্যাম্প সাড়ে ১১ টার দিকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে।

কার্পাসডাঙ্গা কলোনীপাড়ায় ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের কলোনীপাড়ায় সহিদুলের বাড়ি থেকে গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে হুদাপাড়া গ্রামের ইসলামের ছেলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে শুকুর আলীর ২ টা স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী প্রবাসে থাকে। দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে সে কয়েকমাস পূর্বে সহিদুলের বাড়িতে থাকতো। পরে সে আবার হুদাপাড়ায় চলে যায়। সহিদুল মারা যাওয়ায় এ বাড়িতে কেউ থাকেনা। তার স্ত্রীর পিতার বাড়ি আকন্দবাড়িয়ায় থাকে। গত কয়েকদিন পূর্বে শুকুর আলী তার স্ত্রীর সাথে অশান্তি করে আবারো সহিদুলের বাড়ি থাকতে শুরু করে।

গতকাল শুক্রবার স্থানীয় একজন সহিদুলের বাড়িতে কোন আলো জ্বলছে না দেখে রুমে লাইট মারলে শুকুর আলীর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই।

পরে স্থানীয় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিলে ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই মেজবাহুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙ্গে গলায় গামছা পেঁচানো অবস্থায় শুকুর আলীর লাশ উদ্ধার করে। সে গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে ধারণা এলাকাবাসীর।

লাশের সুরোতহাল রিপোর্ট করেন এস আই মেজবাহুর রহমান। লাশের দেহ থেকে দূর্গন্ধ ছড়ানোয় অনেকের ধারনা সে হয়তো গত একদিন পূর্বে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

চুয়াডাঙ্গার কুড়ুলগাছি সড়কের বিভিন্ন অংশে ধস, চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইচিতলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পদ্মবিলের পাশসহ পাকা সড়কটির বিভিন্ন জায়গা ধসে যাচ্ছে। রাস্তার পাশের ব্লক, মাটি, পিচ, ইট, বালি খোয়া ধসে যাচ্ছে রাস্তার পার্শ্ববর্তী আবাদী জমি ও বিলের পেটে।

গতকাল সোমবার সরেজমিনে এ রাস্তায় গেলে চোখে রাস্তার সংলগ্ন স্থান ধসে পড়েছে। রাস্তাটি সংস্কার না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। মূলত ঐতিহ্যবাহী পদ্ম বিলে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এলাকা থেকে যানবাহন নিয়ে আসে এই স্থানে। তাই মৎস্য ব্যবসায়ীরা মারাত্মক আতংকের মধ্য রয়েছে যে কখন না দুর্ঘটনা ঘটে।

বিল সংলগ্ন স্থানে বিশাল ধসের কারণে রাস্তাটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংস্কার করা না হলে যে কোনো সময় রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা আরো জানান, অল্প সময় হলো রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বিলের পাশের অংশ আস্তে আস্তে ধসে পড়ছে। পাশাপাশি দুটি যানবাহন চলাচল করতে পারেনা। দুটি যানবাহন ওই স্থানে আসলে আগে পরে গিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হয়।

দ্রুত সংস্কার না হলে রাস্তাটি একেবারে ধসে পড়লে যানচলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে।